যুগান্তর

বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে পদে পদে সমস্যা

বরিশাল ব্যুরো

এখনই কিছু করা না হলে হয়তো আর অতীত ঐতিহ্য ধরে রাখতে পারবে না দক্ষিণ বাংলার অক্সফোর্ড খ্যাত বরিশাল ব্রজমোহন (বিএম) কলেজ। 'সত্য-প্রেম-পবিত্রতা'র মহান ব্রত নিয়ে দক্ষিণ বাংলার সর্বপ্রথম হিসেবে এই কলেজটি স্থাপিত হলেও দিনে দিনে ক্ষয় হতে চলেছে এর সুনাম। মেধা বিকাশে পিছিয়ে থাকার পাশাপাশি স্থানীয় এবং জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও পিছিয়ে পড়ছে কলেজটি। শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য এখানে থাকা ছাত্র সংসদ বাকশূ'র নির্বাচন হচ্ছে না গত ৭ বছর ধরে। বিভিন্ন বিভাগে রয়েছে শিক্ষক-কর্মচারী সংকট। পরীক্ষার ফলাফলও ইদানীং খুব একটা ভালো হচ্ছে না। অবকাঠামোগত সমস্যার কারণে পাঠদানে ঘটছে বিঘ্ন। এছাড়াও রয়েছে ছাত্রছাত্রীদের চরম আবাসন সঙ্কট এবং পরিবহন সমস্যা। সবকিছু মিলিয়ে শিক্ষার্থীদের আস্থা আর ভরসার জায়গা থেকে ক্রমশই সরে আসছে বিএম কলেজ। বর্তমানে কেবলমাত্র ঐতিহ্য ছাড়া এর আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।

যেভাবে পথ চলা শুরু

আধুনিক শিক্ষার গণজাগরণ ঘটাতে জনগণের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৮৪ সালে বাবার নামে ব্রজমোহন স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন শিক্ষানুরাগী দানবীর অশ্বিনী কুমার দত্ত। এখান থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস করার পর শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ না থাকায় তৎকালীন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বাবু রমেশ চন্দ্র দত্তের অনুরোধে তিনিই আবার ১৮৮৯ সালের ১৪ জুন বিএম স্কুল ক্যাম্পাসে প্রতিষ্ঠা করেন ব্রজমোহন কলেজ। ১৯১৭ সালে সেখান থেকে বর্তমান ক্যাম্পাসে স্থানান্তর করা হয় কলেজটি।

স্বর্ণযুগ

১৯২২ সাল থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত ২৬ বছরকে বলা হয় এই কলেজের স্বর্ণযুগ। স্বদেশী ও অসহযোগ আন্দোলনের সময় উচ্চ শিক্ষিত স্বাধীনচেতা তরুণরা ইংরেজদের সরকারি চাকরির মোহ ত্যাগ করে দেশ সেবা ও স্বজাতিকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করতে শিক্ষকতা করতেন তৎকালীন বেসরকারি বিএম কলেজে। অশ্বিনী কুমার দত্ত নিজেও আইন ব্যবসা ছেড়ে দীর্ঘদিন এই কলেজে বিনা বেতনে অধ্যাপনা করেন। ১৯২২ সালে সর্বপ্রথম ইংরেজি ও দর্শনে, ২৫ সালে গণিত ও সংস্কৃতিতে, ২৮ সালে রসায়নে, ৪০ সালে অর্থনীতিতে এবং ১৯৪৫ সালে ইতিহাসে এই কলেজে অনার্স কোর্স চালু করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। তখন কলেজটির শিক্ষাঙ্গন এতই উন্নত ছিল যে, এটিকে বাংলার অক্সফোর্ড হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। মাঝখানে ১৯৫০ সাল থেকে ৫২ সাল পর্যন্ত এই কলেজ থেকে সব অনার্স কোর্স তুলে নেয় তৎকালীন কর্তৃপক্ষ। ১ যুগ পর ৬৪ সালে আবার অনার্স কোর্স চালু হয়। কলেজটি সরকারিকরণ করা হয় ১৯৬৫ সালে।

বর্তমান অবস্থা

বর্তমানে এই কলেজে ১৮টি বিষয়ে অনার্স ও ১৯টি বিষয়ে মাস্টার্স কোর্স চালু রয়েছে। আরও দুটি বিষয় মার্কেটিং এবং ফিনান্সে অনার্স-মাস্টার্স কোর্স চালুর কথা থাকলেও রহস্যজনক কারণে তা আটকে রেখেছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। অথচ এই দুটি বিভাগ খোলার ব্যাপারে ইতিমধ্যে অনুমোদন দিয়েছে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়। এছাড়া এখানকার বিভাগগুলোতে দক্ষ এবং যোগ্য শিক্ষকসহ অবকাঠামোগত সুবিধা থাকলেও আসন সংখ্যা সীমিত করে রাখার অভিযোগ করেছেন কলেজের শিক্ষকরা।

শিক্ষক-শিক্ষার্থী-কর্মচারী

বর্তমানে এই কলেজে প্রায় ১৪ হাজার নিয়মিত-অনিয়মিত ছাত্রছাত্রী রয়েছে। ১৮টি অনার্স এবং ১৯টি মাস্টার্স বিষয়ে পড়াশোনা করছে এরা। শিক্ষকের ১৯৭টি পদের মধ্যে শূন্য রয়েছে ৩২টি। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদ নিয়েও রয়েছে নানা জটিলতা। চতুর্থ শ্রেণীর ২৪টি পদের মধ্যে ১৭টিতে লোক থাকলেও বাকিগুলো দীর্ঘদিন ধরে শূন্য পড়ে আছে। ক্যাশিয়ারসহ তৃতীয় শ্রেণীর অনেক কর্মচারী পদেও নতুন লোক দেয়া হচ্ছে না। এখানে ৫৬ জন মাস্টার রোল কর্মচারী ও ৯ জন কনটেনজেন্সি কর্মচারী রয়েছে।

অবকাঠামোগত-আবাসন ও পরিবহন সমস্যা

অবকাঠামোগত অসুবিধার কারণে গত কয়েক বছর ধরে কলেজের কয়েকটি বিভাগে ক্লাস নেয়া হচ্ছে দু'পিফটে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভবন না থাকায় কোন পরীক্ষার আয়োজন হলেই সাসপেন্স করতে হচ্ছে ক্লাস। মেয়েদের জন্য বনমালী পাঞ্জুলী ছাত্রী নিবাসে ৩টি ভবন রয়েছে। এই ৩টি ভবনে ধারণ ক্ষমতার ৩ গুণ আবাসিক ছাত্রী রয়েছে। এছাড়া নিপেন্দ্র ভবন ও পরিত্যক্ত ঘোষিত দেবেন্দ্র ভবনে বসবাস করে শতাধিক আবাসিক ছাত্রী। ছাত্রদের জন্য অশ্বিনী কুমার হল ১, ২, ৩ ও ৪নং ভবন, কবি জীবনানন্দ হল (হিন্দু হোস্টেল), ফ্লাইট সার্জেন্ট লে. ফজলুল হক হল এবং সুরেন্দ্র ভবন ছাত্রাবাস রয়েছে। এসব ছাত্রাবাসে বসবাস করছে আসন সংখ্যার প্রায় দ্বিগুণ ৩ সহস্রাধিক ছাত্র। এছাড়া আবাসিক এসব ভবনের অবস্থাও খুব করুণ। অধিকাংশ ভবনের পলেস্তার খসে বেরিয়ে পড়েছে রড। বর্ষায় ছাদ চুয়ে ভেতরে পড়ে পানি। এখানে হোস্টেল প্রশ্নে ছাত্র এবং ছাত্রীদের মধ্যে বৈষম্যমূলক নীতি থাকার অভিযোগ করেছে শিক্ষার্থীরা। ছাত্র হোস্টেলের বিদ্যুৎ ও পানির বিল কলেজ কর্তৃপক্ষ পরিশোধ করলেও ছাত্রী হোস্টেলের বিদ্যুৎ ও পানির বিলের জন্য আবাসিক ছাত্রীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ৩৬-৪০ হাজার টাকা আদায় করা হয় বলে জানায় তারা। সেসঙ্গে ডাইনিংয়ের খাবারের মান নিয়ে বিতর্ক তো রয়েছেই। এসব ছাত্রাবাস ও ছাত্রী নিবাসে ঠাঁই না পেয়ে ৫ হাজার ছাত্রছাত্রী নগরীর বিভিন্ন জায়গায় বাসা ভাড়া কিংবা মেস করে থাকে। বর্তমান পরিস্থিতিতে ৫ হাজার স্কয়ার মিটার ৫ তলা বিশিষ্ট একটি একাডেমিক ভবন এবং ২ হাজার স্কয়ার মিটার বিশিষ্ট একটি আইটি ভবন এবং ১ হাজার করে আসন বিশিষ্ট ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক দু'টি আবাসিক হোস্টেল নির্মাণ করা দরকার বলে মনে করছেন কলেজ অধ্যক্ষ ড. ননী গোপাল দাস। পরিবহন ব্যবস্থা নিয়েও এখানে রয়েছে চরম সমস্যা। দূর-দূরান্তের ছাত্রছাত্রীদের আনা-নেয়ার জন্য বাস রয়েছে ৩টি। তবে এগুলো অচলই থাকে বেশি। প্রতিবছর ১৪ হাজার ছাত্রছাত্রীর কাছ থেকে পরিবহন ফি বাবদ মাথাপিছু ১শ' টাকা করে নেয়া হলেও পরিবহন ব্যবস্থার কোন উন্নতি দেখা যাচ্ছে না।

লাইব্রেরির অবস্থা-শিক্ষা উপকরণ খাতে দুর্নীতি-বহিরাগত সমস্যা

বর্তমানে এই কলেজের লাইব্রেরিতে প্রায় ৪২ হাজার বিভিন্ন ধরনের বই রয়েছে। তবে এর সবগুলোই পুরনো। প্রতিবছর আড়াই লাখ টাকার বই কেনার টেন্ডার দেখানো হলেও তা হয়েছে কেবলই কাগজে-কলমে। পরিচর গোপন রাখার শর্তে প্রশাসনিক বিভাগের একজন কর্মকর্তা বলেন, 'রাজনৈতিক সরকারগুলোর আমলে এরকম ঘটনা অনেকই ঘটেছে। কিন্তু সেক্ষেত্রে প্রতিবাদ জানানোর মতো কোন সুযোগ ছিল না। গত ১৫ বছর ধরে ১ম শ্রেণীর গেজেটেড কর্মকর্তা পদ মর্যাদার লাইব্রেরিয়ান পদটি খালি রয়েছে। সেই ক্যাটালগার ক্রীড়া শিক্ষককে দিয়ে পালন করানো হচ্ছে সেখানকার দায়িত্ব।

অধ্যক্ষের কথা

বিগত বছরগুলোতেও এখনকার শিক্ষার্থীরা ভালো ফলাফল করেছে বলে জানালেন কলেজ অধ্যক্ষ। ৫৮তম অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করা ড. ননী গোপাল দাস বলেন, সমস্যা তো আছেই। দেশের যে কোন কলেজের চেয়ে বড় এই ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকের সংখ্যাও বেশি। ৫০ দশমিক ০২ একর জমিজুড়ে থাকা ক্যাম্পাসে সমস্যা তো থাকবেই। ষষ্ঠ্যালয় অনুমোদন দেয়ার পরও মার্কেটিং এবং ফিনান্স বিষয়ে অনার্স-মাস্টার্স কোর্সে ভর্তির অনুমোদন দিচ্ছে না জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। গত শিক্ষা বর্ষেই নতুন এই বিষয় দুটিতে অনার্স-মাস্টার্সে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করাতে চেয়েছিল কলেজ কর্তৃপক্ষ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা হয়নি। ৫ তলাবিশিষ্ট একাডেমিক এবং ১টি আইটি ভবন দরকার। ছাত্র এবং ছাত্রীদের জন্যও দরকার পৃথক দুটি আবাসিক হল। এগুলো হলে আপাতত আর তেমন কোন সমস্যা থাকবে না।

অধ্যক্ষ আরও বলেন, সবাইকে পরিচয়পত্র দেয়া হয়েছে। পরিচয়পত্র পকেট কিংবা বুকে ঝুলিয়ে রাখতে বলা হয়েছে। তা ছাড়া বহিরাগতদের উৎপাত ঠেকাতে প্রতিদিন একাধিক শিক্ষক টিম ক্যাম্পাসে রাউন্ড দিচ্ছে।

যুগান্তর

বিএম কলেজের আবাসিক হোস্টেলগুলোর প্রায় প্রতিটিরই এরকম করুণ দশা

তারিখ ..... 4 MAY 2009
পৃষ্ঠা ..... কলাম .....